বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বেশি বেশি মাছ চাষ করি, বেকারত্ব দূর করি

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১

২৮ আগস্ট - ০৩ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ঘোষণা করেছিলেন, "মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ"। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে তিনি বলেছিলেন "আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ্, এই দিন আমাদের থাকবে না"। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনার ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও কার্যকর উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মৎস্য সম্পদের আরো সমৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে উদযাপন করা হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের রূপায়ণ: দেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় মৎস্য খাতের সাফল্য

মাছ উৎপাদন

- ৪৫.০৩ লাখ মেট্রিক টন (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে)

বিশ্বে অবস্থান

- ইলিশ আহরণে প্রথম
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে তৃতীয়
- বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম
- তেলাপিয়া উৎপাদনে চতুর্থ
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া এবং ফিনফিস আহরণে যথাক্রমে অষ্টম ও দ্বাদশ

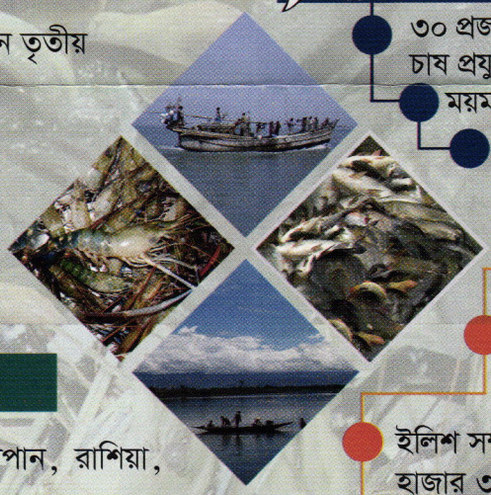

রপ্তানি

- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, চীনসহ বিশ্বের ৫০টিরও অধিক দেশে
- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রপ্তানি ৭৬,৫৯১.৬৯ মেট্রিক টন যার মূল্য ৪০৮৮.৯৬ কোটি টাকা
- রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি বিশ্বমানের মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন
- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ প্রণয়ন

জীবিকা

- ১৪ লাখ নারীসহ দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশের অধিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতে জড়িত

অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান

- দেশের মোট জিডিপির ৩.৫২ শতাংশ
- কৃষিজ জিডিপির ২৬.৩৭ শতাংশ
- রপ্তানি আয়ের ১.৩৯ শতাংশ

দেশীয় মাছ পুনরুদ্ধার/উদ্ভাবন

- ৩০ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- ময়মনসিংহে দেশীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা
- অধিক উৎপাদনশীল রুই মাছের নতুন জাত 'সুবর্ণ রুই' উদ্ভাবন

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইলিশ আহরণ ৫.৫০ লাখ মেট্রিক টন (২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে যা ছিল ২.৯৯ লাখ মেট্রিক টন)
- ইলিশ সম্পদ রক্ষায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯ লাখ ২ হাজার ৩৩৮টি জেলে পরিবারকে মোট ৬৬ হাজার ৭৯১ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল প্রদান
- জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকার 'ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' তহবিল গঠন

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলা

- উপকূলীয় ৭৭,৮২৬ জন প্রান্তিক এবং মাঝারি খামারিকে ৯৯ কোটি ৭০ লাখ ২৭ হাজার টাকা নগদ সহায়তা প্রদান
- ৬,৪৩৮ জন মৎস্য চাষিকে স্বল্প সুদে মোট ১৫৩.৭২ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান
- অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে মোট ৮৩০ কোটি ৩০ লাখ ২৬ হাজার টাকার মাছ বিক্রয়।

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়